ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

প্রদর্শ পরিচিতি

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
কলিকাতা

প্রদর্শ পরিচিতি

ইংরাজী সংস্করণ অনুসরণে শ্রীপঙ্কজকুমার দত্ত কর্তৃক
লিখিত ও পরিবর্ধিত

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমনের পর প্রথমে সংবাদপত্রে এবং পরে দুটি জনসভায় তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন রাণীর স্মৃতিরক্ষার বিষয়টি জনসাধারণের নিকট উত্থাপন করেন। সুরম্য উদ্যানবেষ্টিত এক ভাবগম্ভীর সৌধ মধ্যে একটি ইতিহাসবিষয়ক মিউজিয়াম সর্বোৎকৃষ্ট স্মারক হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। মিউজিয়ামটিকে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস, বিশেষতঃ ইংগ-ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালা এবং জাতীয় প্রতিকৃতি ভবন রূপে গড়িয়া

তুলিবার বাসনা ছিল লর্ড কার্জনের। এ প্রসঙ্গে কার্জনের বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের প্রধান লক্ষ্য—ইহা হইবে একটি 'হিষ্টরিক্যাল মিউজিয়াম' তথা একটি 'ন্যাশানাল গ্যালারি'...বর্ত্তমানের মুখর প্রচারের জন্য নয়, গৌরবময় অতীতের স্মরণ নিমিত্তই ইহা বিরাজ করিবে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্প নিদর্শন অথবা ব্যক্তি ও ঘটনার স্মারক যাহা কিছু এখানে সংরক্ষিত হইবে সেগুলি কেবলমাত্র ভারতবিষয়ক অথবা ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কীয় হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

লর্ড কার্জনের প্রস্তাবটি ভারতের রাজন্যবর্গ, শিল্পপতিবৃন্দ, ব্যবসায়ীসমাজ ও সাধারণ মানুষ আন্তরিকতার সঙ্গে বিপুলভাবে সমর্থন করেন এবং উদারভাবে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সৌধ নির্মাণের ব্যয় প্রায় এক কোটী পাঁচ লক্ষ টাকা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানেই সংগৃহীত হয়।

রেনেসাঁসকালীন ইটালীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই সৌধের পরিকল্পনা ও নক্সা প্রস্তুত করেন বৃটিশ ইন্সটিটিউট অফ্ আর্কিটেক্টের সভাপতি স্যার উইলিয়াম এমার্সন এবং নির্মাণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কলিকাতার বিখ্যাত সংস্থা মার্টিন কোম্পানীর উপর। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র যুবরাজ জর্জ (সিংহাসনারোহণের পর যিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ নামে পরিচিত হন)। সাধারণের কৌতূহল নিবারণার্থে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি ভিত্তিমধ্যে প্রোথিত হয়ঃ

(ক) একটি কাঁচের বোতলে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় মুদ্রা এবং ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের 'ইংলিশম্যান' ও 'স্টেটসম্যান' সংবাদপত্র (পত্রিকাদুটিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সংবাদ ও তদ্সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়)।

(খ) একটি তাম্রাধারে মেমোরিয়াল তহবিলে চাঁদাদাতৃবৃন্দের তালিকা, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জার্নালের' প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা এবং অছি পরিষদের কার্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম তিন বৎসরের তিনটি প্রতিবেদন।

(গ) সংস্কৃত, আরবী ও ইংরাজী ভাষায় উৎকীর্ণ নিম্নোদ্ধৃত লিপিসহ একটি বেলনাকার মর্মর প্রস্তরঃ

হিজ রয়েল হাইনেস প্রিন্স জর্জ অফ্ ওয়েল্স্ কর্তৃক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কালে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী এই বেলনটি প্রোথিত হয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর সৌধের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরবর্তীকালে যিনি অষ্টম এডওয়ার্ড নামে কিছুকাল সিংহাসন অধিকার করেন)।

শ্বেত মর্মরে নির্মিত এই সৌধের সমস্ত মর্মর প্রস্তর রাজস্থানের মক্রনা হইতে সংগৃহীত। মক্রানা তৎকালে রাজপুতনার অন্তঃপাতী যোধপুর রাজ্য মধ্যে ছিল, বর্তমানে এটি রাজস্থানের নাগোর জেলাভুক্ত। অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত যাবতীয় মর্মর মূর্তি অবশ্য ইটালীয় মর্মর প্রস্তরে ইটালীতেই প্রস্তুত হয়। এই মূর্তি সমূহের মধ্যে উত্তরদিকের আচ্ছাদনী খিলানের উপরে স্থাপিত মূর্তিত্রয় স্বভাবতঃই সর্বাগ্রে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর মধ্যস্থানের মূর্তিটি মাতৃত্বের প্রতীক এবং তাহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে 'বিচক্ষণতা' ও 'শিক্ষা'। প্রধান গম্বুজকে পরিবেষ্টন করিয়া আটটি অলিন্দ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন গ্রীক উপকথার অষ্ট 'মিউজ' দেবীঃ 'শিল্প', 'স্থাপত্য' 'সঙ্গীত' প্রভৃতি। গম্বুজের শিরোদেশে রহিয়াছে এক বিষাণবাদিনীর মূর্তি। সাড়ে তিন হাজার কিলোগ্রাম ওজনের প্রায় পাঁচ মিটার উচ্চতা-বিশিষ্ট এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি পাদপীঠের সঙ্গে বলবেয়ারিং দ্বারা গ্রথিত থাকায় বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হয়। মূর্তিটি সহ সৌধের উচ্চতা একষট্টি মিটার অর্থাৎ এটি ময়দানস্থ শহীদ মিনার (পূর্বতন অক্টারলোনী মনুমেন্ট) অপেক্ষা উচ্চতর। উদ্যান সমন্বিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মোট আয়তন প্রায় ছাব্বিশ হেক্টর (একশত নব্বই বিঘা)।

প্রবেশ কক্ষ

ভবনে প্রবেশের প্রধান দ্বারটি রহিয়াছে উত্তর প্রান্তে। দ্বার সংলগ্ন বীথিকাটিতে আছে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রার আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি, রাজা তৃতীয় জর্জ ও রাণী শার্লটের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর পত্নীর পূর্ণাবয়ব আলেখ্য। স্যার উইলিয়াম এমার্সন পরিকল্পিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চিত্র ও কাষ্ঠ নির্মিত ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ (মডেল) এই কক্ষে সংরক্ষিত হইয়াছে। বর্তমান সৌধটি এই প্রতিরূপেরই স্বল্প-সংশোধিত রূপ।

রাজবীথি

এই বীথিকাটি রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিবিজড়িত কয়েকটি প্রদর্শ এবং কয়েকখানি তৈলচিত্রে শোভিত। স্মারক বস্তু সমূহের মধ্যে একটি হইতেছে কিশোরী ভিক্টোরিয়ার ব্যবহৃত পিয়ানো বাদ্যযন্ত্রটি। উইণ্ডসর ক্যাসলে অবস্থানকালে কেন্দ্রীয় কক্ষের যে ব্যুরো ও চেয়ারটি ভিক্টোরিয়া ব্যক্তিগত পত্রাদি লিখিবার সময় ব্যবহার করিতেন সে দুটিও এই বীথিকাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। রাণী ভিক্টোরিয়া এবং তাঁহার সন্ততিবর্গের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত কয়েকটি তৈলচিত্র এই বীথিকার অন্যতম আকর্ষণ। ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবিতে ভিক্টোরিয়ার অভিষেক দৃশ্য (১৮৩৮ খ্রীঃ), সেণ্ট জেমস প্রাসাদস্থিত ভজনালয়ে এলবার্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার বিবাহদৃশ্য (১৮৪০ খ্রীঃ), সেণ্ট জর্জ প্রার্থনাগৃহে শিশু যুবরাজের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ (১৮৪২ খ্রীঃ), যুবরাজ এডওয়ার্ডের (পরবর্তীকালের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) পরিণয় দৃশ্য (১৮৬৩ খ্রীঃ) এবং ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তী উৎসবের দৃশ্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রসমূহ বৃটিশ রাজপরিবারের সংগ্রহভুক্ত বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রতিলিপি হইলেও প্রতিটি চিত্রই মূল চিত্রের ন্যায় রসোত্তীর্ণ মহৎ সৃষ্টি। এগুলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের উপহার।

বীথির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, সংগ্রহশালার অন্যতম সম্পদ, রুশী শিল্পী ভেরেশ্চাগিন অঙ্কিত তৈলচিত্রটি। প্রকাশ যে, ক্যানভাস-কাপড়ে অঙ্কিত তৈলচিত্রসমূহের মধ্যে আয়তনে এটি ভারতের মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম চিত্র। ৬৪৪ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ ও ৪৯৯ সেণ্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই চিত্রটি কেবলমাত্র আয়তনে নহে, রস-

বিচারেও অনবদ্য শিল্পকর্ম। রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে যুবরাজ এডওয়ার্ডের জয়পুরে প্রবেশের দৃশ্যটি শিল্পী অসাধারণ দক্ষতায় ক্যান্‌ভাসে বিধৃত রাখিয়াছেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি বাস্তব ঘটনারই চিত্ররূপ এটি। বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত বিশাল হস্তীসমূহের প্রথমটিতে স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় জয়পুরের মহারাজা রামসিংহ, যুবরাজ এডওয়ার্ড ও আলফ্রেড লায়াল বসিয়া আছেন। বার্টল ফ্রেয়ার ও চমূর ঠাকুরসাহেব রহিয়াছেন দ্বিতীয় হস্তীপৃষ্ঠে। আরও কয়েকটি সুসজ্জিত হস্তী অনুগমন করিতেছে। সঙ্গে চলিয়াছে অনেকগুলি মনোহর অশ্ব এবং বিচিত্র ও মনোরম সাজে বহু অনুচর; কেহ চলিয়াছে বর্মসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে, কেহবা আবার সুদৃশ্য চামর অথবা মূল্যবান আসাসোঁটা হস্তে পদব্রজে। পশ্চাতপটে দৃশ্যমান এক মর্মর প্রাসাদ—ঝরোখা ও ছাদে হর্ষোৎফুল্ল জনতার সমাবেশ। চিত্রটিতে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব রহিয়াছে অসংখ্য কিন্তু প্রত্যেকের চিত্রই অত্যন্ত প্রাণবন্ত। হস্তীর মন্থর গম্ভীর রাজকীয় পদক্ষেপ যে রূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি প্রস্ফুটিত করিয়াছেন ঠিক তদ্রূপ মুন্সিয়ানার সঙ্গে শিল্পী চিত্রায়িত করিয়াছেন বল্গা-সংহত অশ্বের অশান্ত চঞ্চলতা। প্রাণীদেহের ডৌলসৃষ্টিতে, বর্ণসমাবেশে, ও চিত্ররচনায় শিল্পীর দক্ষতা অনবদ্য। চিত্রটিকে যে প্রান্ত হইতে যেমন ভাবেই দেখা যাউক না কেন চলমান রাজকীয় শোভাযাত্রার বিশালতা ও গতিশীলতা সব সময়েই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অমূল্য সম্পদটি জয়পুরের মহারাজার উপহার।

রাজবীথি-সংযোজনী

রাজবীথি সংলগ্ন দীর্ঘ অপ্রশস্ত কক্ষটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে রাণী ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন বয়ঃক্রমের অনেকগুলি মুদ্রিত চিত্র—চার বৎসরের শিশু, ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে চঞ্চলা কিশোরী, সন্তান ক্রোড়ে তরুণী, উদ্যান-মধ্যে রাজকার্যমগ্না স্থিতধী প্রৌঢ়া এবং অশীতিপর প্রাজ্ঞ বৃদ্ধা। প্রদর্শিত অন্যান্য মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার সহচরী ও সখীবৃন্দের চিত্রাবলী অবশ্য উল্লেখ্য। ঊনবিংশ শতকে বৃটিশ রমণীদের কেশ রচনা ও বেশভূষার পরিচয় মিলিবে এগুলির মধ্যে।

ভারতবর্ষের ভাইসরয়কে স্বহস্তে লিখিত ভিক্টোরিয়ার শেষ পত্রটিও

এই কক্ষেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পত্রটি রাণীর পৌত্র রাজকুমার এলবার্টের মৃত্যুতে ভাইসরয় প্রেরিত শোকবার্তার উত্তর। পত্রটি ১৯০০ খৃীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর মাসাধিক কাল পূর্বে লিখিত।

আধার মধ্যে প্রদর্শিত দুইটি বস্ত্রখণ্ডের প্রতি দর্শকদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। ভিক্টোরিয়ার পুত্রবধূ রাণী আলেকজান্দ্রার আলেখ্যের সন্নিকটে প্রদর্শিত বস্ত্রখণ্ডটি আলেকজান্দ্রাই ব্যবহার করেন। আনুষ্ঠানিক বেশে ইউরোপীয় রাজা-রাণীর পৃষ্ঠদেশে একটি দীর্ঘ প্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড প্রলম্বিত দেখা যায়। এই বস্ত্রখণ্ডটিও সেই রূপেই ব্যবহৃত হইত (আলেকজান্দ্রার আলেখ্যটি দ্রষ্টব্য)। অপর বস্ত্রখণ্ডটি পরিধান করেন কার্জন-পত্নী ১৯০৩ খৃীষ্টাব্দে এসপ্ল্যানেড স্থিত রাজ ভবনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক উৎসব রজনীতে। এই কক্ষের অন্যতম দ্রষ্টব্য 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন' নামক তৈলচিত্রটি। চিত্রটিতে দৃশ্যমানঃ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনরত যুবরাজ জর্জ এবং মঞ্চ সন্নিকটে সমবেত মেমোরিয়ালের অছিগণ, ভারতের তৎ-কালীন দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গ, কলিকাতার গণ্যমান্য নাগরিক-বৃন্দ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ।

প্রতিকৃতি-বীথি

প্রবেশ কক্ষের বামপার্শ্বে রহিয়াছে এক উপ-প্রকোষ্ঠ। পণ্ডিচেরী মসলীপত্তম, কোচিন, কালিকট, মলাক্কা, সুরাট, গোয়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ফরাসী, ইংরাজ, পর্তুগীজ ইত্যাদি ইউরোপীয় জাতি-গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ সমূহের পুরাতন মানচিত্র (সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতকে হল্যান্ড ও জার্মানীতে মুদ্রিত) এবং উপনিবেশকারীদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত কিছু মুদ্রিত চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিহাস অনুরাগীদের নিকট এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপপ্রকোষ্ঠের বামপার্শ্বসংলগ্ন প্রশস্ত কক্ষটিই হইতেছে প্রতিকৃতি বীথি। নাম হইতেই প্রতীয়মান হয় যে বীথিটি প্রতিকৃতিশোভিত। কিন্তু আধার মধ্যে প্রদর্শিত বস্তুগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নহে। মুঘল যুগেই ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ

স্থাপিত হয়। দুটি ভিন্নধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শের সূত্রপাতও ঘটিয়াছে সেই সময়েই। কালক্রমে যোগাযোগ হয় ঘনিষ্ঠতর—সংস্পর্শ রূপান্তরিত হয় সংঘর্ষে এবং তারপরই শুরু হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত সার্বিক বিবর্তনের নূতন অধ্যায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিভিন্ন বীথিকায় এই বিবর্তনের কিছু কিছু নিদর্শন সংরক্ষিত হইয়াছে। বিবর্তনের প্রাক্কালে অর্থাৎ মুঘলযুগে ভারতবাসীর শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা সমাজ জীবনের আভাস দানের প্রয়াস রহিয়াছে বিভিন্ন কক্ষে প্রদর্শিত পুঁথিপত্র, চিত্রকলা ও অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহে। এই উদ্দেশ্যেই কিছু দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র প্রদর্শিত হইয়াছে প্রতিকৃতি বীথির আধারগুলিতে।

সংরক্ষিত পুঁথিসমূহের মধ্যে ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাই সর্বাধিক। ইতিহাস বিষয়ক নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ পৃথিবীর ইতিহাস পর্যায়ে গ্রীক ও পারসিক নৃপতিবৃন্দের ইতিহাস, তৈমুরলঙের পৌত্র ইব্রাহিম লিখিত পুস্তিকা, বাবরের মাতৃস্বসাপুত্র মীর্জা হায়দর লিখিত 'তারিখ্-ই-রশিদ' (হুমায়ুণের শাসনকাল তথা কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কীয় তথ্য পূর্ণ), আবুলফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' (আকবরের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় আইন-কানুন ও তথ্যপঞ্জী) এবং 'আকবরনামা' (আকবরের রাজত্বের ইতিহাস), সিহাবুদ্দিন তালিশ রচিত 'তারিখ-ই-ফতিহা ইব্রিয়া' (মীরজুমলার কামরূপ অভিযান সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ), আউরংগজেবের রাজত্বের ইতিহাস, দিল্লীর ইতিহাস বিষয়ক টীকা, মুঘল সম্রাটদের কুলজীগ্রন্থ, মহীশূর অধিপতি নবাব টিপু সুলতানের ডায়েরী ও পত্রাবলীর অনুলিপি।

ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থাদির মধ্যে অবশ্য দ্রষ্টব্য হইতেছেঃ মীর আলী লিখিত (হিজরী ৯৪৯ সন) 'পন্দুয়ানা' বা 'নসায়াহ-ই-লুকমান' অর্থাৎ গ্রীকদার্শনিক প্লেটোর ('লুকমান') উপদেশমঞ্জুষা, শাহজাহান পুত্র দারাশিকোহ রচিত 'মজমা-উল-বাহেরাঁ' (সূফী ও বৈদান্তিক মতবাদের তুলনামূলক আলোচনী), দারাকৃত উপনিষদের পারসীক অনুবাদ 'সির্‌রে-আকবর', 'দহাঁ-পন্দ-ই-হাকিম আরিস্তু' অর্থাৎ ইউরোপীয় দার্শনিক আরিস্ততলের দশ-উপদেশ, 'লওয়ায়ে-জামি' (মীর আলী কৃত অনুলিপি) এবং কয়েকটি সুদৃশ্য কোরাণ।

কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছেঃ 'দিওয়ান-ই-আমীর খুসরু'র একটি অতি প্রাচীন অনুলিপি (হিজরী ৮৪৬ সনে অনুলিখিত), সচিত্র 'আনোয়ার-ই-সুহেলী' বা হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র-কাহিনীর পারসিক রূপান্তরণ (ইরাণের শা'রুক নগরে হিজরী ৯২৪ সনে, ১৫১৮ খ্রীঃ, মুহম্মদ সুলতান ও মুহম্মদ ইউসুফ কর্ত্তৃক লিখিত), 'কুল্লিয়াত-ই-সাদী', 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তান', জাহাঙ্গীরের জন্য মীর ইমাদ লিখিত পারসীক কাব্যচয়নিকা, 'দিওয়ান-ই-হাফিজ', 'খামসা নিজামী', 'মসনভী-ই মৌলানা রুমী', সচিত্র 'শাহনামা' এবং 'নলদময়ন্তী'র পারসিক অনুবাদ। আকবরের আদেশে ফৈজী কর্ত্তৃক 'নলদময়ন্তী' প্রথম অনূদিত হয়। বর্তমান সংগ্রহভুক্ত পুঁথিটি অবশ্য অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদে অনুলিখিত ও চিত্রিত হয়। সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত এই পুঁথিটি ভারতীয় লিপিকরদের শিল্পনৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চিত্রগুলিতে আকবর-জাহাঙ্গীর আমলের দরবারী মুঘল চিত্রের সুষমা ও সৌন্দর্য না থাকিলেও এগুলি রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি। মুর্শিদাবাদী ঘরাণার বৈশিষ্ট্যটুকু ইহা-দের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বর্তমান—অত্যুজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ, অট্টালিকাদি বিশদরূপে চিত্রিত করিবার প্রবণতা, সাধারণ মানুষের পরিচ্ছদ হিসাবে বাঙালীসুলভ ধুতি, উত্তরীয় ও শামলার ব্যবহার, সারিবদ্ধ ঝোপের আকারে দিগন্তরেখা প্রস্ফুটনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইহার মনোরম প্রচ্ছদটি জরিদার সূচিকর্মের সুন্দর নিদর্শন। গ্রন্থটি মুর্শিদাবাদের নবাব প্রদত্ত উপহার। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত গ্রন্থগুলির কয়েকটি একদা মুঘল সম্রাটদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। কয়েকটি ছিল টিপুসুলতানের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সম্পদ।

ভিক্টোরিয়ার সমসাময়িক কালের কয়েকজন খ্যাতনামা ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ের আলেখ্য প্রতিকৃতি-বীথির অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। উন-বিংশ শতকে বাংলাদেশে ধর্মআন্দোলনের পুরোধা ও ব্রাহ্মসমাজের 'নববিধান' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেন, গত শতকের সমাজনেতা ও কর্মযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুর, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কলি-কাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আলেকজাণ্ডার ডাফ, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রদানে উৎসাহী প্রশাসক ও বিদ্যানুরাগী চার্লস

'নলদময়ন্তী'র একটি পৃষ্ঠা
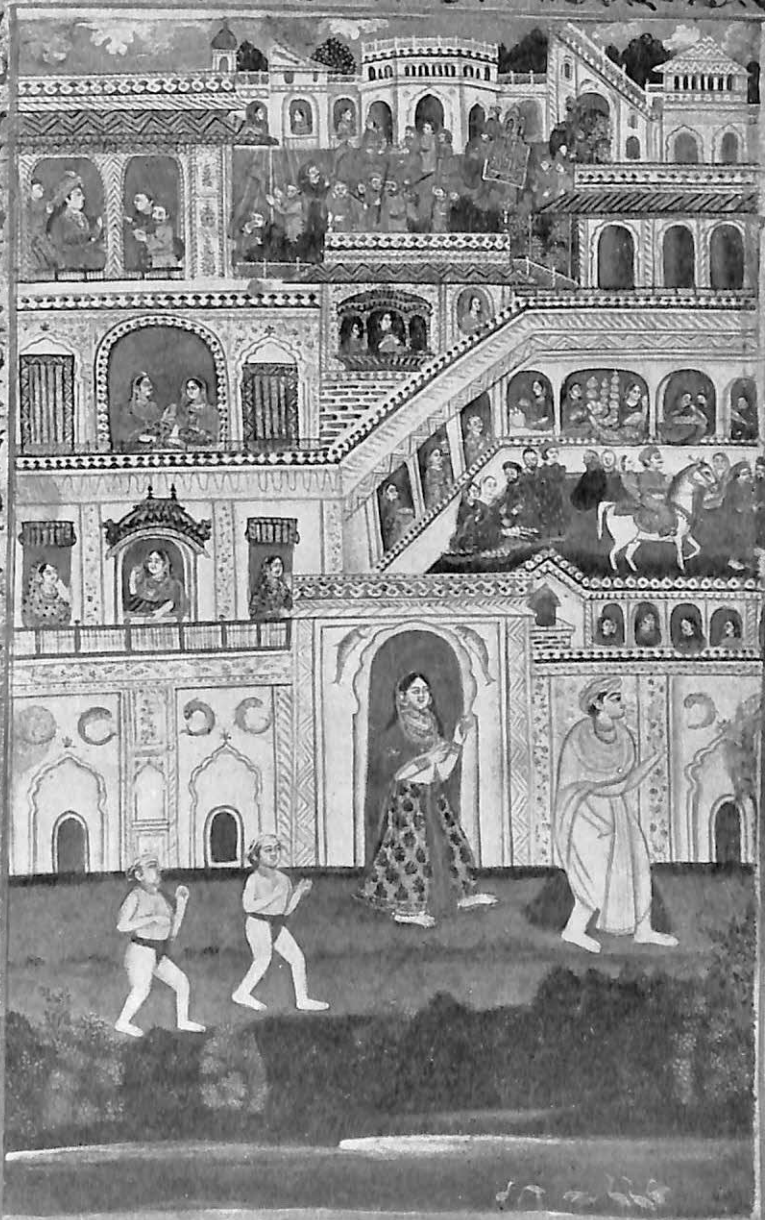
মেটকাফ, বেহিস্থানে প্রাপ্ত দরায়ুসের শিলালিপির পাঠোদ্ধারকারী মেজর জেনারেল রলিনসন্, লর্ড লিটন প্রমুখের আলেখ্য দর্শকগণ এই বীথিতে দেখিতে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত লর্ড ক্লাইভ, এডমিরাল ওয়াটসন্, জন জোফানিয়া হলওয়েল, স্ট্রিঞ্জার লরেন্স, মেজর জেনারেল কার্কপ্যাট্রিক, ডিউক অফ ওয়েলিংটন, জেনারেল অক্টারলোনী, কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলী ওয়ালাঝা, অযোধ্যার নবাব সাদাত আলী খান ও গাজীউদ্দিন হায়দর প্রভৃতির প্রতিকৃতি এই বীথিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরোক্ত প্রতিকৃতিগুলির সব কয়টিই তৈলচিত্র। লরেন্সের আলেখ্যটি বিখ্যাত বৃটিশ শিল্পী জোসুয়া রেনল্ডস কৃত। হলওয়েলের চিত্রটিও রেনল্ডস কর্তৃক অঙ্কিত বলিয়া অনুমিত হয়। ওয়েলিংটন, দ্বারকানাথ ও কেশবচন্দ্রের চিত্রগুলি যথাক্রমে জন হেটর (অঙ্কন তাং ১৮২৫) এফ. আর. সে (অঃ তাং ১৮৪৩) এবং ম্যুর হোয়াইট (অঃ তাং ১৮৪৩) কর্তৃক অঙ্কিত।

বৃহদায়তন তিনটি ইতিহাসাশ্রিত চিত্র দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন। পুত্রসহ লর্ড লেকের চিত্রটি (রবার্ট হোম অঙ্কিত) পূর্ব প্রাচীরের শোভা বর্ধন করিয়াছে। ১৮০১ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসর কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন লর্ড লেক। আলীগড়, দিল্লী ও লসওয়ারীর যুদ্ধে লর্ড লেকের নিকট পরাজয়ের ফলেই মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। হোলকারকে পরাজিত করার পর (অক্টোবর ১৮০৪ খ্রীঃ) দীগ দখলের উদ্দেশ্যে তদভিমুখী যাত্রাপথে ফতেগড় আগমনের মুহূর্তটি চিত্রটিতে বিধৃত রহিয়াছে। ফতেগড়ের বন্ধুর প্রান্তরে একটি টিলার উপর শ্বেত ও কৃষ্ণকায় দুই অশ্বপৃষ্ঠে পিতাপুত্রকে দেখা যাইতেছে। অশ্বচালিত শকটবাহী কামান সহ অনুগমনকারী সৈন্যদলটি রহিয়াছে দূরপরিপ্রেক্ষিতে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জি. সি. এস. আই. অর্থাৎ গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ্ দি স্টার অফ্ ইন্ডিয়া রূপে তৎকালীন ডিউক অফ্ এডিনবরার অভিষেক উপলক্ষ্যে আয়োজিত কলিকাতা দরবারের চিত্রটি (ম্যুর ওয়াইট কৃত) দর্শকগণ কক্ষের উত্তর-পূর্ব অংশে দেখিতে পাইবেন। পশ্চিম প্রাচীরে খিলানের উপরে প্রদর্শিত চিত্রটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লী দরবার বিষয়ক। রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে সস্ত্রীক ডিউক অফ্ কনট এবং লর্ড কার্জনকে

দিল্লীর পথ পরিক্রমণ কালে জুম্মা মসজিদ মহল্লা অতিক্রম করিতে দেখা যাইতেছে।

লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড হেস্টিংস (আর্ল অফ ময়রা) এবং লর্ড ডালহৌসীর প্রতিমূর্তি এই বীথির অন্যতম দ্রষ্টব্য। মর্মর প্রস্তরে ক্ষোদিত তিনটি প্রতিমূর্তিই প্রমাণ মাপের। জন বেকন (কনিষ্ঠ) কর্তৃক ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত লর্ড ওয়েলেসলীর দণ্ডায়মান মূর্তিটি কলি-কাতার এসপ্ল্যানেডস্থিত রাজভবনের মার্বেল হলে স্থাপিত ছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণের পর মূর্তিটি এই বীথিতে স্থানান্তরিত হয়। ফ্লাক্সমান কৃত গবর্ণর জেনারেল (১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) লর্ড হেস্টিংস এবং জন স্টীল কৃত গবর্ণর জেনারেল (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রীঃ) লর্ড ডালহৌসীর মূর্তি একদা রাজভবনের শোভাবৃদ্ধি করিত। লালদিঘীর দক্ষিণপ্রান্তে ডালহৌসী ইন্সটিট্যুট ভবন (বর্তমানে বিলুপ্ত ও সেই স্থানে টেলিফোন ভবন নির্মিত হইয়াছে) নির্মাণের পর মূর্তি দুটি তথায় স্থাপিত হয় এবং তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া প্রতিকৃতি বীথিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অস্ত্র-শস্ত্র বীথি

মুঘল যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারত-বর্ষে প্রচলিত অস্ত্রাদির সুন্দর সংগ্রহটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিশেষ সম্পদ্। ইহাদের আকৃতি, গঠন ও অলঙ্করণে অসীম বৈচিত্র্য। সংগ্রহে ছুরিকা আছে প্রায় দশ প্রকারেরঃ কাতার, দর্খান-কাতার, পেশকব্জ, খঞ্জর, কামা, জাম্বিয়া, বিছুয়া, কুরৌলি, ফোলাদী, জাফর-তাকিয়া ইত্যাদি। কাতারের ফলক ত্রিভুজাকৃতি এবং উভয় পার্শ্বেই তীক্ষ্ণধার। দর্খান কাতারের ফলকটি কাতারেরই মত তবে কিছুটা দীর্ঘায়ত। পেশকব্জের সূচ্যগ্র ফলকটির একটি মাত্র পার্শ্ব তীক্ষ্ণধার, সরলরেখার ন্যায় ঋজু অপর পার্শ্বটি বেশ স্থূল ও সুদৃঢ়। ধরিবার কায়দাতেও পেশকব্জ ও কাতারের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। খঞ্জরের ফলকগুলি আবার বক্র। ফলকের এই রূপভেদ কেবলমাত্র বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য নয়, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত। অধিকতর পরিমাণ প্রস্থ-ছেদ বিশিষ্ট কাতার-ফলক দৃঢ়

গাত্রাবরণ ইত্যাদি ভেদ করিতে অক্ষম হইলেও পেশকব্জের সূচ্যগ্র শিরাল ফলক এই কার্য সাধনে বিশেষভাবে উপযোগী।

বিভিন্ন মাপের সরল অথবা বক্র কয়েক প্রকার তলোয়ার যথাঃ ধোপ, খাণ্ডা, তেগা, শলভা, সয়েফ, নিমচা, তমঞ্চা, নরাজু, শিরোহী, তোরাপ, লকাহ, শমসের, জুলফিকার, সাসনপাট্টা, লঙ্গরকাট, কাট্টি, পাট্টা প্রভৃতি দর্শকগণ এই বীথিকায় দেখিতে পাইবেন। বিশেষ প্রয়োজন সাধনের মানসিকতাই আকার ও গঠনের বিভিন্নতা সৃষ্টির মূল প্রেরণা। সরল ফলক অপেক্ষা বক্র ফলকগুলি তীব্রতর আঘাত সহনে সক্ষম। মারাঠীদের মধ্যে বক্রফলক তলোয়ারের প্রচলন অধিক পরিলক্ষিত হয়। খুব সম্ভবতঃ পর্তুগীজগণের নিকট হইতেই মারাঠীরা বক্রফলক গ্রহণ করে। এজন্যই এক ধরণের বক্র ফলক মারাঠী-তরবারী ফরাংগ (< ফিরিঙ্গি) নামে অভিহিত হয়। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার তলোয়ারগুলি প্রধানতঃ অশ্বারোহী সৈনিকের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। ধোপ নামের তলোয়ারগুলি দীর্ঘাকার হইলেও অশ্বারোহীদের জন্য নির্মিত হয় নাই। সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গ ইহাদের ভ্রমণযষ্টি হিসাবে ব্যবহার করিতেন। এগুলি কোমরবন্ধে প্রলম্বিত হইত না, হস্তধৃত থাকিত। ধোপ ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ফলকের মত তলোয়ারের হাতলেও রহিয়াছে নানান বৈচিত্র্য। ধরিবার সুবিধা ও প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে মুষ্ঠিকে রক্ষা করিবার প্রয়াস হইতেই এই রূপভেদের উদ্ভব।

এই সকল অস্ত্রাদি ভারতীয় কারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা। তরবারী ও ছুরিকার কোষ (বিশেষতঃ কোষকণ্ঠী ও কোষ-মুকুট), ফলক ও হাতলে খোদাই, ঠোকাই, জালি, বিদরী, মীনাকারি, কোফতগারী প্রভৃতি কারুকৃতি লক্ষ্য করা যায়। কোটার মহারাও প্রদত্ত ফোলাদিটির কোষগাত্রে সবুজ জমির উপর স্বর্ণাভ পত্র-পুষ্পের সুন্দর মীনাকারির প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। হায়দ্রাবাদের নিজামের উপহার একটি ছুরির কোষগাত্রের মীনাকারিও লক্ষণীয়। কয়েকটি ছুরিকা ও তলোয়ারের হাতল মনোরম জেড প্রস্তরে প্রস্তুত। একটি খঞ্জরের প্রস্তর নির্মিত হাতলের মুক্ত প্রান্ত মকর শিরারূঢ় যোদ্ধার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কয়েকটি ছুরিকা ও তলোয়ারের হাতলে সুন্দর স্বর্ণমণ্ডিত পত্রপুষ্পের অলঙ্করণ বর্তমান। কয়েকটিতে

আবার অলংকরণ হিসাবে শ্রীময়ী পারসিক লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোটার মহারাও প্রদত্ত তেগা দুইটির কোষ-মুকুটে ('তোহনাল') রহিয়াছে সুন্দর অরণ্য চিত্রঃ পত্র-পুষ্প-ব্রততী মাঝে পলায়মান মৃগের পশ্চাতে ধাবমান শার্দুল বা সিংহ, কয়েকটির ফলকগাত্রেও অনুরূপ দৃশ্য বর্তমান। কয়েকটি ফলকে যুদ্ধ-দৃশ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বর্শা বা অনুরূপ আয়ুধের নামকরণে যেরূপ পার্থক্য রহিয়াছে ইহাদের গঠনেও সেইরূপ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পেশরো-বল্লম, বল্লম, সং, সংগীন, নাগিন, ভল্ল ইত্যাদি কয়েক প্রকার বর্শা এই বীথিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলির কয়েকটি ছিল যুদ্ধাস্ত্র। আবার কয়েকটি ছিল আনুষ্ঠানিক আয়ুধ মাত্র—অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সমা-রোহপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রার পুরোভাগে সুসজ্জিত অশ্বারোহী বা পদাতিক অনুচরবৃন্দ এগুলি বহন করিত। প্রদর্শিত বর্শাগুলির ফলকের গঠন-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আকৃতিতে কয়েকটি ফলক বেণু পত্রবৎ, তবে আয়তনে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। পত্রাকার আর একটি ফলক কিন্তু খুবই দীর্ঘায়ত, প্রায় সার্দ্ধহস্ত পরিমাণ। অপর একটি প্রশস্ত ত্রিভুজাকৃতি ফলকে ক্ষীণরেখায় শার্দুল চিত্র ক্ষোদিত। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রদত্ত একটি বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত বর্শা এই বীথিকায় রহিয়াছে। এটি একদা সমস্ত নবাবী শোভাযাত্রার পুরোভাগের শ্রীবৃদ্ধি করিত। ইহার ফলকটি কিয়ৎ পরিমাণে ত্রিশূল সদৃশ (তবে ফলকত্রয় ত্রিশূলের মত তীক্ষ্যাগ্র নয়, এবং পত্রাকার কেন্দ্রীয় ফলকটি পার্শ্বস্থ ফলকদ্বয় অপেক্ষা দীর্ঘতর)। কেন্দ্রীয় ফলক-গাত্রের একদিকে গরুড় ও অন্যদিকে বিষ্ণুমূর্তি ক্ষোদিত আছে।

ধাতুনির্মিত কয়েকটি 'সিপার', গণ্ডার ও মহিষ চর্মে প্রস্তুত কয়েকটি 'ঢাল', লৌহ নির্মিত কয়েকটি 'টোপ' বা শিরস্ত্রাণ এবং 'জিরা-বখতার' বা লৌহ-বর্ম দর্শকগণ এই বীথিতে দেখিতে পাইবেন। ধাতব-ঢাল ('সিপার') ও শিরস্ত্রাণগুলিতে সুন্দর কারুকৃতি বর্তমান।

এই বীথিকায় প্রদর্শিত হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রদত্ত অস্ত্রাদির মধ্যে 'সিংগাড়ে-আহনি' নামে একটি বিচিত্র অস্ত্র রহিয়াছে। লৌহনির্মিত এই বস্তুটি যেন 'সিংগাড়া' অর্থাৎ 'পাণীফলে'র সরলীকৃত রূপ। অভি-সারী রশ্মিগুচ্ছের মত চারিটি সূচীমুখ একটি কেন্দ্র হইতে এরূপভাবে

নির্গত হইয়াছে যে বস্তুটি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলে একটি সূচীমুখ ঊর্ধমুখীন থাকিবেই। মুঘল আমলে শত্রু আক্রমণের সম্ভাবনা হইলে দুর্গ সন্নিহিত প্রান্তরে এগুলি নিক্ষিপ্ত হইত এবং উহাদের সূচ্যগ্রভাগ আক্রমণকারীদের পদে বিদ্ধ হইয়া উহাদের গতি ব্যাহত করিত। 'বাণ' হইতেছে মুঘলকালীন একটি কৌতূহলোদ্দীপক অস্ত্র। 'হাউই' নামের সাধারণ আতসবাজীর বৃহৎ সংস্করণ এইগুলি। গঠনেও এগুলি হাউইয়ের অনুরূপঃ বারুদপূর্ণ একটি বেলনাকার লৌহ আধার বংশ-যষ্টির সঙ্গে চর্ম-রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত থাকে। নিজাম প্রদত্ত বাণ দুইটি গোলকোণ্ডা দুর্গ হইতে আনীত। আউরঙ্গজেব যখন গোলকোণ্ডা আক্রমণ করেন তখন এগুলি প্রস্তুত হয়। মুঘল ও উত্তর-মুঘল যুগে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেই সুপটু 'বাণদার' বা 'বাণ-আন্দাজ' থাকিত। হায়দার-আলী ও টিপুসুলতানের সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ হাজার সুপটু বাণদার ছিল। জেমস হাণ্টার অঙ্কিত টিপুর বাণদারের একটি চিত্র এই সংগ্রহশালার হেস্টিংস কক্ষে সংরক্ষিত আছে। প্রকাশ যে ফরাসী ও ইংরাজদের মারফৎ বাণ প্রস্তুত ও নিক্ষেপ কৌশল ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রচারিত হয় এবং পরবর্তীকালে তথায় ইহার নির্মাণ ও প্রয়োগ-রীতিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

মুঘল ও উত্তর-মুঘল আমলের কয়েকপ্রকার অগ্ন্যুদ্গারী-আয়ুধ এই বীথিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। চকমকি ও পলিতাসমন্বিত গাদা বন্দুক-গুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষ অথবা পারস্যে নির্মিত। ইউরোপে নির্মিত অথবা ইউরোপীয় বন্দুকের অনুকরণে ভারতবর্ষে নির্মিত বন্দুকাদিও এই বীথিতে সংরক্ষিত হইয়াছে—ইহাদের 'কুঁদো'গুলি ত্রিভুজাকার। 'চৌনলি' নামক বিশেষ ধরণের বন্দুকগুলির বারুদগ্রাহী অংশে চারিটি পৃথক আধার থাকে। ঐগুলি একবার বারুদপূর্তির পর বারুদগ্রাহী অংশটি আবর্তিত করিয়া উপর্যুপরি চারিবার গুলিবর্ষণ করা সম্ভব। গুরুভার ও বৃহদাকারের কয়েকটি বন্দুক দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এগুলি 'ঝাঝাওয়াল' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ পার্বত্যযুদ্ধে ও দুর্গ-প্রাকার হইতে গুলিবর্ষণ করিতে এগুলি ব্যবহৃত হইত। অত্যধিক গুরুভার হওয়ার কারণে ভূমি'পরে ভার ন্যস্ত করিবার জন্য ইহাদের নলের

সহিত যূপকাষ্ঠ আকৃতির হ্রস্ব দণ্ড সংযুক্ত রহিয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রদত্ত একটি তুর্কী বন্দুক এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য। এইটি চকমকি-বন্দুক হইলেও পলিতা সহযোগে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থাও ইহাতে বর্তমান।

রাণীকক্ষ

ভবনের প্রধান গম্বুজের নিম্নস্থ কক্ষটিই হইতেছে রাণীকক্ষ। এই স্থানেই রহিয়াছে টমাস ব্রক কৃত রাণীর পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তিটি। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে অষ্টাদশী ভিক্টোরিয়ার জীবন্ত প্রতিরূপ যেন এটি।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের সময় ভারতীয় জনসাধারণ ও রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে প্রচারিত ঘোষণাটি এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণের সময় ঘোষিত বার্তাটি কক্ষের প্রাচীর গাত্রে ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ক্ষোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই কক্ষের অপর দ্রষ্টব্য ইহার প্রাচীর চিত্রগুলি। রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের দ্বাদশটি আখ্যানের চিত্ররূপ এইগুলি, শিল্পী ফ্রাঙ্ক সলসবেরী। প্রবেশকক্ষ ও রাণীকক্ষের সংযোগকারী খিলানপথের বাম পার্শ্বে রহিয়াছে প্রথম চিত্রটি আর শেষ চিত্রটি আছে খিলানের ঠিক উপরে।

প্রথম চিত্রটিতে দৃশ্যমানঃ গবাক্ষপথে আগত ঊষার মৃদু আলোকে আলোকিত অনুজ্জ্বল কক্ষমধ্যে নৈশ পোষাকে সদ্য নিদ্রোত্থিতা ভিক্টোরিয়া দণ্ডায়মান; নতজানু হইয়া ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান ধর্মযাজক হস্ত-চুম্বনপূর্বক অভিবাদন করিতেছেন আর তাঁরই পাশে দাঁড়াইয়া আছেন লর্ড চেম্বারলেন। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের লোকান্তর গমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেই উভয়ের আগমন (২০শে জুন ১৮৩৭ খ্রীঃ)। দ্বিতীয়টিতে চিত্রায়িত হইয়াছে প্রিভি-কৌন্সিলের সদস্যদের সহিত রাণীর সাক্ষাৎ এবং লর্ড চ্যান্সেলর কর্তৃক রাণীকে শপথ গ্রহণ করাইবার দৃশ্য (২৮শে জুন ১৮৩৭ খ্রীঃ)। পরবর্তী তিনটি চিত্রে যথাক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবিতে অভিষেক উৎসব (২৮শে জুন ১৮৩৮), পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

(১৭ই জুলাই ১৮৩৭ খ্রীঃ), এবং রাজকীয় শকটে প্রথম লন্ডন আগমন দৃশ্য (৯ই নভেম্বর ১৮৩৭ খ্রীঃ)। ছয় নম্বর চিত্রটি রহিয়াছে দক্ষিণ দিকের খিলানের ঠিক উপরে। চিত্রটিতে এক পার্শ্বে বৃটিশ সিংহ এবং অপর পার্শ্বে বাংলার ব্যাঘ্রসহ নিশানধারী ভারতীয় সিপাহী পরিবেষ্টিত ব্রিটানিয়াকে দেখা যায়। রাজকুমার এলবার্টের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার বিবাহ সাত নম্বর চিত্রের বিষয়। পরবর্তী চিত্রটিতে রূপায়িত হইয়াছে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়াকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' বা 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' ঘোষণা উপলক্ষ্যে দিল্লীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের দৃশ্যঃ সুসজ্জিত মন্ডপে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন উপবিষ্ট এবং তাঁর সম্মুখে মূল্যবান আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছদ পরিহিত রাজকীয় ঘোষক বিশেষ বার্তাটি পাঠরত। আট নম্বর চিত্রটি হইতেছে রাজাসনে উপবিষ্ট ভিক্টোরিয়ার একটি প্রতীক আলেখ্যঃ শিরে রাজমুকুট, হস্তে রাজদন্ড ও অঙ্গে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ। চিত্রটিতে ভিক্টোরিয়ার সহচররূপে 'বিশ্বস্ততা' ও 'স্বাধীনতা' এবং অনির্বাণ আলোকবর্তিকা স্কন্ধে 'সত্য' ও তৌলযন্ত্র হস্তে 'ন্যায়' বিরাজ করিতেছে। অতঃপর প্রদর্শিত হইয়াছে রাজ্যশাসনের সুবর্ণ-জয়ন্তী (ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবিঃ ২১শে জুন ১৮৮৭ খ্রীঃ) এবং হীরকজয়ন্তী উৎসব দৃশ্য (সেন্ট পলস্ ভজনালয়, ২২শে জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ)। শেষ চিত্রটি রহিয়াছে উত্তর প্রান্তের খিলানের ঠিক উপরে,— মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ শয্যায় শায়িতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া (২২শে জানুয়ারী ১৯০১ খ্রীঃ)।

পূর্ব প্রাঙ্গণ

এই স্থানে রহিয়াছে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মর্মর মূর্তি। অঙ্গে তাঁর প্রাচীন রোমীয় পোষাক, বাম হস্তে কোষবদ্ধ তলোয়ার আর প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে ধৃত শান্তির প্রতীক একটি ক্ষুদ্র জলপাই শাখা। প্রতীকী পাদস্তম্ভে উপবিষ্ট রমণীমূর্তিদ্বয় 'বিচক্ষণতা' ও 'সহিষ্ণুতা'র মূর্তিটি কলিকাতা টাউন হলে সংস্থাপিত ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এটি এই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের মর্মরমূর্তি
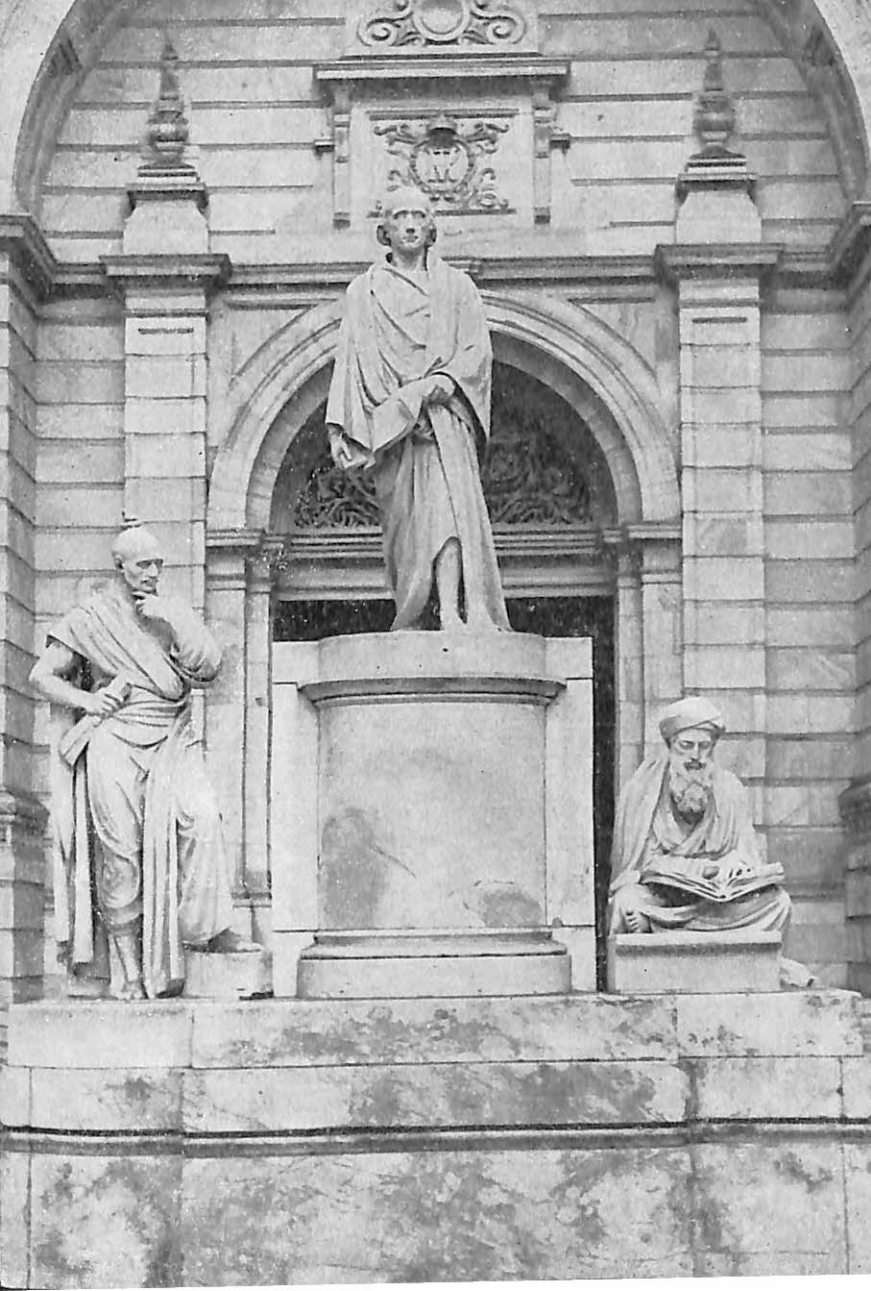
পশ্চিম প্রাঙ্গণ

প্রসিদ্ধ ভাস্কর ওয়েষ্টম্যাকট কৃত আপাদলম্বিত প্রাচীন রোমীয় পোষাক (টোগা) পরিহিত ওয়ারেন হেস্টিংসের দণ্ডায়মান মর্মর মূর্তিটি পশ্চিম প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে। পাদপীঠের উপর রহিয়াছে এক পার্শ্বে এক হিন্দুপণ্ডিতের দণ্ডায়মান মূর্তি এবং অপর পার্শ্বে আছে গ্রন্থপাঠমগ্ন এক মৌলবীর মূর্তি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শাস্ত্রাদির প্রতি হেস্টিংসের অনুরাগের জন্যই শিল্পী কর্তৃক এরূপ পাদপীঠ পরিকল্পিত হইয়াছে। কলিকাতা টাউন হলের দক্ষিণ বারান্দায় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত এই মূর্তিটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে স্থানান্তরিত হয়।

মূর্তিবীথি

রাণীকক্ষের দক্ষিণপ্রান্তের খিলান-পথটি মূর্তিকক্ষে পেঁীছাইয়াছে। কক্ষের কেন্দ্রীয়স্থানে রহিয়াছে একটি পিতলের তোপ বা কামান। এটির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য নির্মিত এই কামানটির কারিগর ছিলেন ব্রজকিশোর দাস দে কর্মকার এবং লিপ্যংশটুকু 'শ্রীবলরাম চট্টোপাধ্যা[য়]' কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত। কৃষ্ণচন্দ্রের কামানের উভয় পার্শ্বে মুখোমুখিভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে দুটি ফরাসী কামান। ছয়টি কামান সহ সিনফ্রের অধীনে ৪৫ জন ফরাসী গোলন্দাজ নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সৈন্যদলভুক্ত ছিল। তাঁহারা পলাশীর প্রান্তরে ইংরাজদের সঙ্গে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কামান ছয়টির মধ্যে মাত্র দুটি এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

কক্ষের নাম হইতেই বুঝা যায় যে এই কক্ষের প্রধান দ্রষ্টব্য মূর্তিসমূহ। পাদস্তম্ভের উপর জন টুইড কৃত ক্লাইভের দণ্ডায়মান মর্মর মূর্তিটি এই কক্ষের একমাত্র পূর্ণাবয়ব মূর্তি। প্রদর্শিত অন্য সমস্ত মূর্তিই আবক্ষ; তবে প্রমাণ মাপের। ইঙ্গভারতীয় ইতিহাসে খ্যাতনামা কয়েকজন প্রশাসক, সেনাধ্যক্ষ ও বিদগ্ধ ব্যক্তির আবক্ষমূর্তি এই কক্ষে সংরক্ষিত হইয়াছে। আছে 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার' নামক গ্রন্থধারার প্রখ্যাত সম্পাদক উইলিয়াম উইলসন হাণ্টার ও কলিকাতায় জাত ইংরাজ
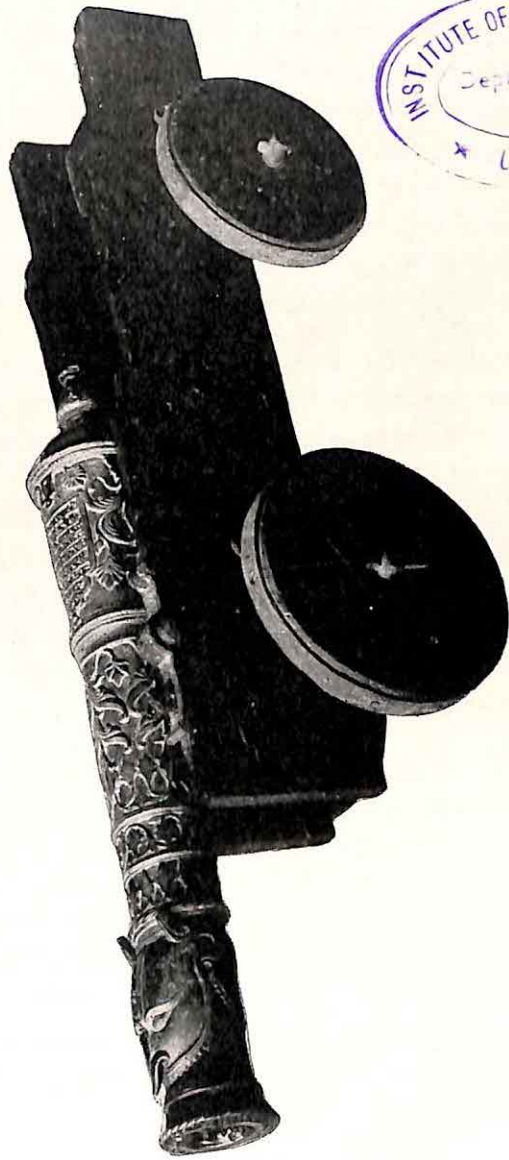
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কামান—ব্রজকিশোর দাস দে কর্মকার কর্তৃক নির্মিত

ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেকপীস থ্যাকারের মর্মর মূর্তি। রহিয়াছে জেমস রেনেলের ব্রোঞ্জ মূর্তি। ১৭৬৪ খ্রীঃ তিনি বাংলার 'সার্ভেয়ার জেনারেল' নিযুক্ত হন। রেনেলকৃত মানচিত্র ও বিবরণাদি অষ্টাদশ শতকে ভারতের, বিশেষতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকার ভৌগোলিক পরিচয় লাভের অমূল্য উপাদান। আধুনিক ধারায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রামাণিক মানচিত্র অঙ্কন এবং ভারতীয় ভূ-বিদ্যা চর্চার তিনিই পথিকৃৎ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রেনেল লিখিত 'অরিজিনাল জার্নাল অফ্ সার্ভেজ ইন্ বেঙ্গল' নামের পান্ডুলিপিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেই সংরক্ষিত আছে।

ক্লড মার্টিনের নাম সাধারণ ভারতীয়ের কাছে সুপরিজ্ঞাত না হইলেও লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতাবাসীর নিকট তিনি অপরিচিত নন। কারণ এই দুই মহানগরের 'লা মার্টিনিয়ার' নামক বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানদ্বয় ক্লড মার্টিন প্রদত্ত অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প বয়সে ফরাসী সৈনিক হিসাবে ভারতে আগমন করিলেও এই দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী অল্পকাল পরেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলে যোগদান করেন ও কালক্রমে মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অযোধ্যার নবাবের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন এবং অচিরেই নবাবের প্রিয়পাত্র হন ও প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। কিন্তু এই বিত্তের অধিকাংশই তিনি কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ ও লিঁয় নগরে অনাথ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দান করেন।

কলিকাতা নগরীর প্রাচীন ইতিহাস চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে বাসটিডের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এতদ্ব্যতীত নেপোলিয়ান বিজেতা ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন (ওয়েলিংটনের সৈনিকজীবনের প্রথম কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে অতিবাহিত হয়), সিপাহী বিদ্রোহ কালীন ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ও বিদ্রোহদমনকারী ইংরাজ সমরনায়ক আউটরাম, নিকলসন্, হ্যাভলক ও নীল, বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য বিখ্যাত বক্তা চার্লস জেমস ফক্স (অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনদ দানের সময় তিনি বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন) এবং ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রমুখ কয়েকজনের মূর্তি এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে।

দরবার কক্ষ

মূর্তিকক্ষের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দরবার কক্ষের প্রধান দ্রষ্টব্য ইহার চিত্রসম্ভার। বামদিকে প্রদর্শিত হইয়াছে কুমারী এমিলি ইডেন ও কর্ণেল এটকিনসন অঙ্কিত জলরঙের স্কেচধর্মী চিত্রাবলী। এমিলি ইডেন ছিলেন ভারতের গবর্ণর জেনারেল (১৮৩৬-৪২ খ্রীঃ) লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী। সৌখীন শিল্পী হইলেও তাঁর অনেক চিত্রই রসোত্তীর্ণ। উনবিংশ শতকের ভারতীয় জনজীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায় প্রদর্শিত অর্ধশতাধিক চিত্রের মধ্যে। ফকীর, গণৎকার, পুলিশ চাপরাশী বা কনষ্টেবল, চোপদার, হরকরা, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার, পাঠান কুস্তিগীর, অশ্বব্যবসায়ী, পাহাড়ী গোয়ালা, পরিচারক, পরিচারিকা, আয়া, দর্জি, জেলে-জেলেনী, ধোপানী এবং নিম্নকোটীর আরও অনেকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই চিত্রগুলিতে। এই সব মানুষদের সম্বন্ধে অনেক তথ্যও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন বন্ধুবান্ধবকে লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিবরণাদির মধ্যে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনানী ও সৌখীন শিল্পী কর্ণেল এট্‌কিনসন তাঁর জোরালো তুলির টানে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ছোটবড় অনেক কাহিনী অমর করিয়া রাখিয়াছেন তার জলরঙের চিত্রাবলীতে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহে এই বিষয়ের পঁচিশটি চিত্র রহিয়াছে।

কক্ষের দক্ষিণভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে দরবারী মুঘলশৈলী এবং রাজপুত, পাহাড়ী ও লক্ষ্ণৌ ঘরাণার কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র। এগুলির অধিকাংশই মুঘল ভারতের প্রখ্যাত মানুষদের প্রতিকৃতি। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, দারা, সুজা, মুরাদ, আউরঙ্গজেব প্রমুখের বিভিন্ন বয়ঃক্রমের অনেকগুলি (একক অথবা সপার্ষদ) আলেখ্য রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় 'সেলিম চিস্তির দরগায় জাহাঙ্গীরের ধন বিতরণ'। জাহাঙ্গীরের আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম এটি। শিল্পী আলম কৃত 'শাহজহান ও সিপাহশালার খান-ই-খানান' 'জাহাঙ্গীর ও আওজলখানের সহিত আকবর' এবং সেখ দৌলত (জেষ্ঠ) অঙ্কিত একটি চিত্র এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষোক্ত

চিত্রটিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট আকবরকে জনৈক জ্ঞানী বালখিল্যের সহিত কথোপকথন রত দেখা যায়। মূলচিত্রের কিনারা বরাবর সুন্দর হস্তাক্ষরে কয়েকটি উপদেশ লিখিত আছে। বাদশাহ আকবরের একটি কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র দর্শকগণ এইস্থানে দেখিতে পাইবেন—দণ্ডায়মান আকবরের আলেখ্যটির বামপার্শ্ব মনোরম লিপিদ্বারা অলঙ্কৃত। দীর্ঘ লিপিটিতে কোরাণে উল্লেখিত হজরত জ্যাকেরিয়ার বৃদ্ধবয়সে সন্তান লাভের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। চিত্রটির এক কোণে মণ্ডলাকার [জাহাঙ্গিরী (?)] সীলমোহরের ছাপ বর্তমান। লিপি-পরিমণ্ডলের বাহিরে রহিয়াছে পত্রপুষ্পের সুন্দর অলঙ্করণ। অপর একটি চিত্রে জাহাঙ্গীরকে চার শাহজাদার সঙ্গে অনুচর পরিবৃত অবস্থায় বন্ধুর প্রান্তর মাঝে দেখা যায়। বাদশাহ অশ্বপৃষ্ঠে খুব সম্ভবতঃ রাজ্যভ্রমণে চলিয়াছেন। বাদশাহের অশ্বের সম্মুখেই রহিয়াছে 'শাহী' তরবারীবাহক। পথ-ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বিদূষক, গায়ক ও বাদকবৃন্দ চলিয়াছে সাথে সাথে।

'শাহজাদা সেলিম' অর্থাৎ পরবর্তীকালের বাদশাহ জাহাঙ্গীর, 'শাহজাদা শাহরীয়র', 'জাহাঙ্গীরের গ্রন্থাগারিক মকতুব খান' ও মালিক অম্বর-পুত্র 'ফতেহ খান' প্রমুখের আলেখ্য প্রতিকৃতিচিত্রণে ভারতীয় শিল্পীদের নৈপুণ্যের পরিচায়ক। মকতুব খান ও ফতেহ খানের চিত্রদ্বয় যথাক্রমে মুরাদ ও লালচাঁদ কর্ত্তৃক অঙ্কিত। দারা শিকোহ'র বিভিন্ন বয়ঃক্রমের একাধিক সুন্দর চিত্র রহিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে নারী প্রতিকৃতি [পত্নী নাদিরা বেগমের প্রতিকৃতি (?)] হস্তে অলিন্দ মধ্যে দণ্ডায়মান তাঁর আলেখ্যটি দর্শকমনে সর্বাধিক রেখাপাত করে। দার্শনিক রাজপুত্রের এই চিত্রটি শিল্পী অত্যন্ত দরদ দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। শাহজাদার দৃষ্টি উদাসী ও স্বপ্ন জড়িমাময়। উপরোক্ত চিত্রাদির সঙ্গে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের কয়েকজন মুঘল বাদশাহ, শাহজাদা ও আমীর-ওমরাহের প্রতিকৃতি এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি চিত্রে দর্শকগণ মুঘল সম্রাটদের দরবারী জীবনের আভাস পাইবেন, যথা, 'আকবরের শিকার অভিযান', 'আকবরের নবরত্ন দরবার', 'যমুনাবক্ষে আকবরের প্রমোদবিহার'।

আউরঙ্গজেবের আমলে বাদশাহী পৃষ্ঠপোষণার অভাবে দরবারী মুঘল শিল্পের অবক্ষয় দ্রুততর হইয়া উঠে। পৃষ্ঠপোষণার আশায়
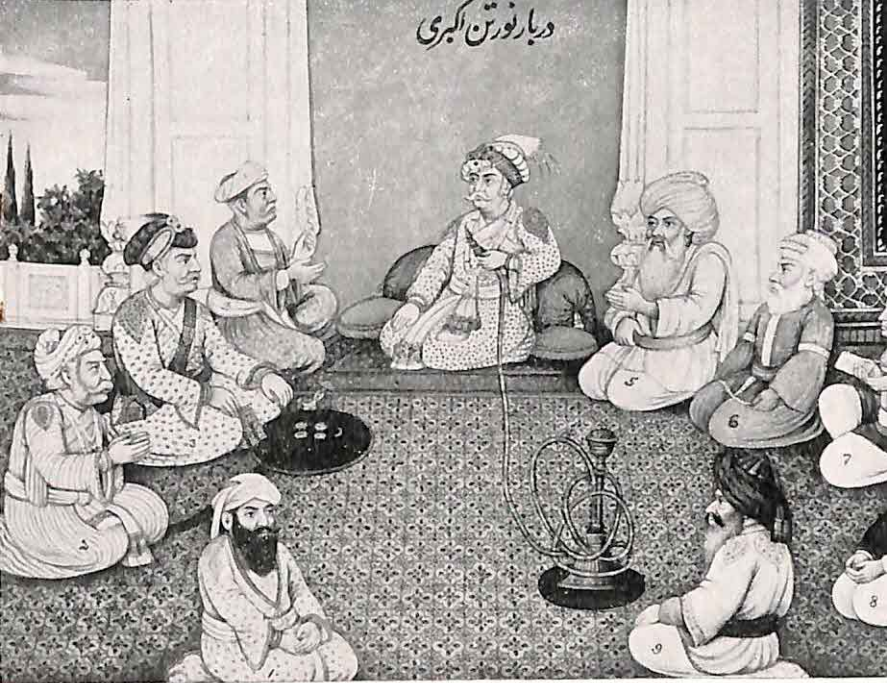
আকবরের নবরত্ন সভা

শিল্পীগণ সামন্ত নৃপতিগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন—ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি আঞ্চলিক শিল্প-শৈলীর উদ্ভব হয়। রাজপুত ও পাহাড়ী ঘরাণা এইভাবেই পরিপুষ্ট হয় ও সম্যক বিকাশ লাভ করে। উক্ত দুই ঘরাণার অল্প কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন।

লক্ষ্ণৌ ঘরাণার অনেকগুলি চিত্র এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। হস্তীদন্ত-ফলকের উপর অঙ্কিত নবাব সুজাউদ্দৌলা, আসফউদ্দৌলা, সাদাত আলী, গাজীউদ্দিন হায়দর, নাসিরউদ্দিন হায়দর, মহম্মদ আলী, আমজাদ আলী, ওয়াজীদ আলী প্রমুখ অযোধ্যা নবাবদের প্রতিকৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি একটি আধার মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। নবাব আসফউদ্দৌলা ও সালারজঙ্গের 'শতমারী' বা 'হাতীর-লড়াই' উপ-

ভোগের চিত্রটি লক্ষ্ণৌ ঘরাণার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। নবাব গাজী-উদ্দিন হায়দর আয়োজিত ভোজসভার চিত্রটির প্রতি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে চিত্ররচনা, বর্ণযোজনা, আঙ্গিক ও প্রয়োগকৌশলগত নূতন বিদেশী রীতি আরোপের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত কবীর, গুরুগোবিন্দ, রাজা রাজবল্লভ, বারাণসীর রাজা বলবন্তসিংহ, চৈৎসিংহ ও ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ প্রমুখের সুন্দর কয়েকটি আলেখ্য দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন। ভারতীয় শিল্পীদের অঙ্কিত ইউরোপীয়গণের প্রতিকৃতিগুলিও খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্ণৌস্থিত ইংরাজ রেসিডেণ্ট 'জন রাসেল্ ও তাঁর মুন্সী ইলতেফত হুসেন' কর্ণেল স্কীনার, ডোনাল্ড ম্যাকলাউডঃ কনিষ্ঠ, হোরেস হেম্যান উইলসন, ডেভিড অক্টারলোনী, চার্লস মেটকাফ, লর্ড লেক, ডোনাল্ড ম্যাকলাউড, মেজর র‍্যাডক্লিফ, নবাব সমরু [ওয়াল্টার রাইনহার্ড] প্রমুখের প্রতিকৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ম্যাকলাউডদের প্রতিকৃতি দুটি লালা দেওলাল কর্তৃক যথাক্রমে ১২৫৬ ও ১২৫৪ ফসলী সনে অঙ্কিত হয়। আলোচ্য সংগ্রহভুক্ত দেওলালের তৃতীয় চিত্রটি হইতেছে মুঘল ভারতের প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের।

এই কক্ষে প্রদর্শিত অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদ বা রাজাসন। কৃষ্ণপ্রস্তরের একটি মাত্র খণ্ড হইতে ক্ষোদিত প্রায় পৌনে দুই মিটার ব্যাসের এই ষোড়শভুজ রাজতক্তটির কিনারায় পারসীক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। লিপি পাঠে জানা যায় যে খাজা নজর বোখারীর তত্ত্বাবধানে ইহা মুঙ্গের নগরে ১০৫২ হিজরী সনে (১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়। সেই সময় শাহজাহান পুত্র সুজা ছিলেন বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার।

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ হইতে কলিকাতায় লটারী মারফৎ অর্থ-সংগ্রহ দ্বারা জনহিতকর কার্যসাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সেণ্ট জন গীর্জা নির্মাণকল্পে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এক লটারী আয়োজিত হয়। 'কমিশনারস্ ফর দি বেঙ্গল লটারী' আসরে অবতীর্ণ হন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সরকারের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত ও বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'লটারী কমিটি' বিধিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮০৫-হইতে

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'লটারী' খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং সংগৃহীত অর্থদ্বারা কলিকাতা সহরের বহু উন্নয়ন সাধিত হয়। এই অর্থে অনেকগুলি পথ প্রস্তুত হয়। বেলিয়াঘাটার খাল ও বহু পুষ্করিণী খনন করা হয়। টাউন হল ভবনও লটারী লব্ধ অর্থেই নির্মিত হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের 'থার্ড ক্যালকাটা টাউন হল লটারী' টিকিটের তামার ছাঁচটি দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন। 'লটারী কমিটি'র প্রথম পাঁচ বৎসরের (১৮১৭-২১ খ্রীঃ) কার্যবিবরণী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেই সংরক্ষিত আছে।

ডানিয়েল কক্ষ

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বহু ইউরোপীয় পেশাদার শিল্পী ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আগমন করেন। সাধারণ্যে তাঁহারা 'কোম্পানী আর্টিষ্ট' নামে পরিচিত। টিলি কেট্ল ছিলেন তাঁহাদের পথিকৃৎ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন এবং তাঁহার পর আরও অনেকে তাঁহার অনুগমন করেন। শিল্পী হিসাবে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জর্জ উইলিসন, উইলিয়াম হজেস, জোহান জোফানী, টমাস ও উইলিয়াম ডানিয়েল, টমাস হিকি, জন স্মার্ট, রবার্ট হোম, জর্জ চিনারী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিভিন্ন বীথিকায় তাঁহাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হইয়াছে। টমাস ও উইলিয়াম ডানিয়েলকৃত তৈল চিত্রসমূহের বহু চিত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত আছে। এগুলি 'ডানিয়েল কক্ষে' 'মেরীবীথি' সংলগ্ন কক্ষে এবং 'কলিকাতা কক্ষে' প্রদর্শিত হইয়াছে টমাস ডানিয়েল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ষোড়শ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়াম সমভিব্যহারে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অন্তবর্তী কয়েক বৎসরে সমগ্র দেশটি অক্লান্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া অজস্র স্কেচ ও তৈলচিত্র অংকন করেন। এই সকল চিত্রে তৎকালীন বহু মন্দির-মসজিদ-সৌধ, পথ-ঘাট-প্রান্তর ও জনসমাজের পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। এ প্রসঙ্গে 'মুর্শিদাবাদ', 'দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন' এবং কলিকাতার দৃশ্যাবলী বঙ্গ-বাসীদের নিকট বিশেষ আকর্ষণ। প্রথমোক্ত চিত্রটিতে মুর্শিদাবাদের তরণীমুখর ভাগীরথীবক্ষ এবং দূর পরিপ্রেক্ষিতে নবাব-প্রাসাদ, ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কুঠী এবং অন্য
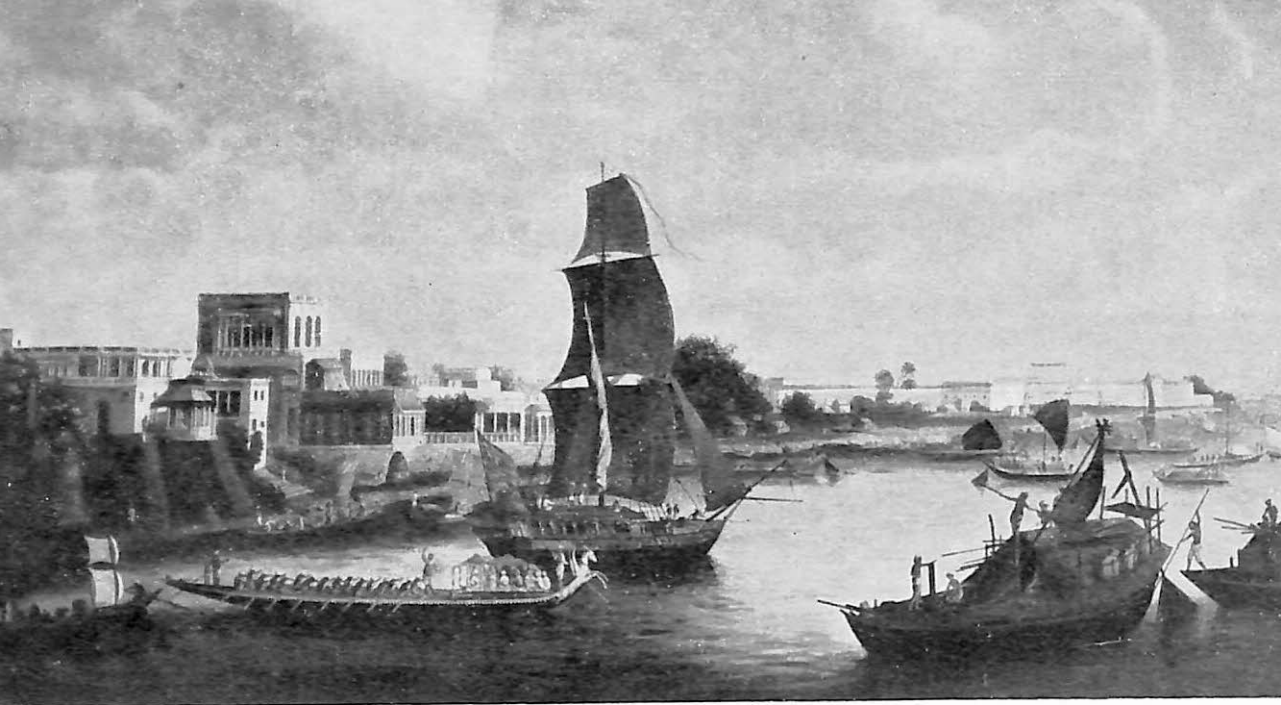
ভাগীরথী তীরে কলিকাতা (টমাস ডানিয়েল কৃত তৈলচিত্র)

কয়েকটি অট্টালিকা দৃশ্যমান। 'গ্রামের গুরুমশাই' চিত্রটিতে ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের একটি উপভোগ্য আলেখ্য রূপায়িত হইয়াছে। এই কক্ষে প্রদর্শিত অন্যান্য চিত্রের মধ্যে 'হরিদ্বার' ও 'গাড়োয়ালের পাহাড়ী নিসর্গ' চিত্রে প্রকৃতির মনোরম রূপটি প্রস্ফুটিত। প্রকৃতির রুদ্ররূপটি বিধৃত রহিয়াছে অন্য আর একটি চিত্রে ('দঃ পশ্চিম মৌসমী বাত্যাতাড়িত রামেশ্বরমের একটি মণ্ডপ')। 'গাড়োয়ালী শ্রীনগরের রজ্জু-সেতু' এবং 'গোমতী নদীতে অযোধ্যার নবাবের প্রমোদ তরণী' চিত্রদুটি ইতিহাসাশ্রিত। উইলিয়াম ডানিয়েলকৃত বৃদ্ধ টমাস ডানিয়েলের একটি প্রতিকৃতি এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। খুল্লতাতের প্রতি উইলিয়ামের অসীম মমতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে প্রতিকৃতিটির মধ্যে।

রাণী মেরী বীথি

যে সকল ইউরোপীয় ও ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রশাসনকালে পাণ্ডিত্য, সাহিত্যকৃতি, বিদ্যোৎসাহিতা, প্রশাসন বা অন্য কোন গুণে ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছেন এমন কয়েকজন ব্যক্তির প্রতিকৃতি এই বীথিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে রাজা তাঞ্জোর মাধবরাও ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর, বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের দেওয়ান। ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রয়াস সুবিদিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। এলেন স্ট্রাচি অঙ্কিত সৈয়দ আহমদের প্রতিকৃতির এই প্রতিলিপিটি শ্রীপরেশনাথ সেন কৃত। রাজা মাধবরাওয়ের আলেখ্যটি রবি বর্মা অঙ্কিত। এই দুই শিল্পী পাশ্চাত্য প্রথায় প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মীর্জা আবু তালিব ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে প্রথমে অযোধ্যার নবাব এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসরে তিনি ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্য পরিভ্রমণ করেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনান্তে এক ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। তাঁহার প্রতিকৃতিটি জেমস নর্থকোট কর্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত হয়।

পারসীক ভাষায় বিশেষ পারদর্শী জন ব্রিগ্‌স্‌ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ মাদ্রাজ সেনাবাহিনীতে কর্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন, কিন্তু পণ্ডিত সমাজে ইতিহাসবেত্তা হিসাবেই তিনি অধিক পরিচিত। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম আকরগ্রন্থ 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ' এবং ফিরিস্তা লিখিত গ্রন্থাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেন জন ব্রিগ্‌স্‌। তাঁহার প্রতিকৃতিটি জন স্মার্ট কর্তৃক অঙ্কিত। রুডইয়ার্ড কিপ্‌লিং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অনেকগুলি বৎসর এদেশেই অতিবাহিত করেন। সাহিত্যিক হিসাবে জীবদ্দশায় তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।তাঁহার বহুগ্রন্থ ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রসঙ্গেই লর্ড মেকলে প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত ব্যক্তি-বর্গের প্রতিকৃতি সমূহের সঙ্গে লর্ড মিণ্টো, লর্ড এলেনবরা, লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড আমহার্ষ্ট, লর্ড রিপন প্রমুখের আলেখ্য দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন। উক্ত আলেখ্যগুলির মধ্যে লর্ড মিণ্টো ও লর্ড লরেন্সের তৈলচিত্র দুইটি যথাক্রমে জর্জ চিনারী ও জন কোলিয়ার কর্তৃক অঙ্কিত।

এতদ্ব্যতীত জন শোর, জন এডাম, চার্লস উইলকিন্স, হোরেস হেম্যান উইলিসন্‌, টমাস মনরো, মাউণ্টস্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন, কলিন মেকেঞ্জি, জোনাথান ডানকান এবং আরও অনেকের প্রতিকৃতি এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের বিভিন্ন সময়ে ঐ সব ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করিয়া ভারতে আসেন এবং প্রশাসক অথবা বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

মেরী বীথির পশ্চিম পার্শ্বস্থ কক্ষের প্রধান আকর্ষণ ডানিয়েলদের অঙ্কিত চিত্রাবলী। এতদ্ব্যতীত ভরতপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ, আফগানিস্থানের আমীর শের আলী খান, বাংলাদেশের খ্যাতিমান ভূম্যধি-কারী বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ এবং পারস্যাধিপতি ফতেহ আলী শাহের প্রতিকৃতিও এই কক্ষে রহিয়াছে। মহতাব চাঁদের তৈলচিত্রটি এক বিশেষ রীতির প্রতিকৃতি-চিত্রণে শিল্পীর অসামান্য দক্ষতার নিদর্শন।

ফতেহ আলীর চিত্রটি মীহর আলী কর্তৃক ১২১২ হিজরী সনে (১৭৯৮ খ্রীঃ) অঙ্কিত হয়। প্রকাশ যে দৌত্যকার্যে জন ম্যালকম

যখন পারস্য গমন করেন সেই সময় চিত্রটি পারস্যের শাহ তাঁহাকে উপহার দেন।

মেরী বীথি সংযোজনী

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়; রেলপথ স্থাপিত হয়। সমুদ্রপথে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সংযোগও হয় অনেক ঘনিষ্ঠ। বিগত দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থার কয়েকটি সুন্দর স্মারক এই কক্ষে সংরক্ষিত আছে। উনবিংশ শতকের সমুদ্রগামী বৃটিশ অর্ণবপোত 'ওয়াটার উইচ', 'আলেক্জাণ্ডার', 'পিট' প্রভৃতির চিত্র এবং 'আলমগীরে'র ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ (মডেল) দর্শকগণ এখানে দেখিতে পাইবেন। ১৮৫১ খৃীষ্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে ডায়মণ্ডহারবার ও আলীপুরের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৫১ খৃীষ্টাব্দের 'টেলিগ্রাফ কেবলের' নমুনা এবং প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রাদি একটি আধার মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত যন্ত্রাদির নির্মাতা হইতেছেন উইলিয়াম ওসাগনেসী। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হিসাবে ওসাগ-নেসীর নাম সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের প্রথম টেলি-গ্রাফ লাইন ওসাগনেসীর তত্ত্বাবধানেই স্থাপিত হয়। এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন শিবচন্দ্র নন্দী। ওসাগনেসী ও শিবচন্দ্র নন্দীর আলোকচিত্র দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন।

হেষ্টিংস কক্ষ

ওয়ারেন হেস্টিংসের নামাঙ্কিত দ্বিতলের এই কক্ষটিতে বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত হেষ্টিংসের কয়েকটি আলেখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। জে. টি. সেটন, ল্যামুয়েল এবট, ও জি. স্টাব্স্ অঙ্কিত একক প্রতিকৃতি তিনটি এই কক্ষের অন্যতম আকর্ষণ। পত্নী ও পরিচারিকা সহ উদ্যান মধ্যে হেষ্টিংসের চিত্রটি জোহান জোফানী অঙ্কিত। হেষ্টিংস-পত্নীর একক প্রতিকৃতিটিও জোফানীকৃত। ফিলিপ ফ্রান্সিস, জন ক্লেভারিং, রিচার্ড বারওয়েল এবং এলিজা ইম্পে প্রমুখ হেষ্টিংসের সমসাময়িক কয়েকজন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তির চিত্র দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাই-

বেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ "রেগুলেটিং এ্যাক্ট" নামক আইন বলে নিযুক্ত গবর্ণর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি। উক্ত আইন অনুসারে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন এলিজা ইম্পে। টিলি কেট্ল কৃত ইম্পের এই উপবিষ্ট আলেখ্যটি কলিকাতা হাইকোর্ট প্রদত্ত উপহার।

এতদ্ব্যতীত হেষ্টিংস ব্যবহৃত ভ্রমণ-যষ্টি, হেষ্টিংসের বাসভবন হইতে সংগৃহীত টানা-পাখার অংশ-বিশেষ, দুইখণ্ড চিত্রিত ক্যানভাস এবং হেষ্টিংসকে প্রদত্ত মীরজাফর পত্নী মণিবেগমের উপহার, হস্তীদন্ত নির্মিত চেয়ার-টেবিল, এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই কক্ষের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ বিষয়ক চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেষ্টিংসের প্রশাসনকালে দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ঘটে তৃতীয় সংঘর্ষ। পরাজিত টিপু ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তমে এক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে এবং জামিন স্বরূপ দুই পুত্রকে কর্ণওয়ালিসের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। স্বাধীনচেতা টিপুর পক্ষে সন্ধির সর্ত্তাবলী ছিল যথেষ্ট অসম্মানজনক। ইংরাজ প্রভাব বিনষ্ট করিতে টিপু শেষ প্রচেষ্টা করেন চতুর্থ ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধে। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু হয়।

জোফানী ও ওরম্ কৃত চিত্রদ্বয়ে কর্ণওয়ালিসের নিকট টিপুর দুই পুত্রকে সমর্পণের ঘটনা রূপ লাভ করিয়াছে। সিঙ্গল্টন্ অঙ্কিত চিত্রটির বিষয় বস্তু টিপুর মৃত্যু। জেমস হাণ্টার কর্তৃক জলরঙে অঙ্কিত টিপুর সৈন্যদের একক প্রতিকৃতিগুলিও এই কক্ষের অন্যতম আকর্ষণ।

নথিপত্র বীথিকার প্রবেশমুখে হেষ্টিংস কক্ষে কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত চিত্র শোভা পাইতেছে। একটি চিত্রে মোগল সম্রাট বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে ক্লাইভকে দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে (১৭৬৫ খ্রীঃ)। বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা আকবরের নৈশ মজলিস জোফানী কৃত একটি চিত্রের বিষয়বস্তু। চিত্রটিতে ওয়ারেন হেষ্টিংস ও অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার উপস্থিতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাদা যখন লক্ষ্ণৌ নগরীতে অবস্থান

করিতেছিলেন সেই সময়ের কোন এক রমণীয় সান্ধ্য মজলিসের চিত্র-কাহিনী এটি। জোফানী অঙ্কিত 'হায়দর বেগের দৌত্য' নামক বিখ্যাত চিত্রটিও এই কক্ষেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এটিও একটি ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্ররূপ। অযোধ্যার নবাব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হস্তীপৃষ্ঠে হায়দর বেগ চলিতেছিলেন কলিকাতা অভিমুখে নবাবের আবেদন গবর্ণর জেনারেলের নিকট পেশ করিতে। পথিমধ্যে (পাটনার উপকণ্ঠে) তাঁর হস্তীটি উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং নিকটস্থ পথচারীদের প্রাণনাশে উদ্যত হয়। এই নাটকীয় ঘটনাটিই চিত্রটিতে দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত হইয়াছে। পাটনার বিখ্যাত গোলাঘরটি দূরে পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যমান। শিল্পী জোফানীকেও চিত্রমধ্যে দেখা যায় অশ্বপৃষ্ঠে উন্মত্ত হস্তীটির অতি নিকটেই।

এতদ্ব্যতীত মাহাদজী সিন্ধিয়া পেশওয়া মাধবরাও নারায়ণ ও প্রসিদ্ধ মারাঠা কূটনীতিক নানা ফড়নবীশ প্রমুখের তৈলচিত্র এবং লর্ড ম্যাকার্টণী, স্যার জন শোর, স্যার জন ম্যাক্‌ফারসন, স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতির মুদ্রিত চিত্র দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন।

নথিপত্র বীথি

ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়াছিল বাণিজ্যের উদ্দেশে, কিন্তু ভারতীয় নরপতিগণের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহপ্রিয়তা ও দুর্বলতার সুযোগে তাঁহারা বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করেন। ভারত ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রস্ফুটনের প্রচেষ্টা আছে নথিপত্র বীথিকায়।

মীরজাফর, নাজমউদ্দৌলা, সৈফ্‌উদ্দৌলা, মুবারক্‌উদ্দৌলা প্রমুখ বাঙ্গলার নবাবদের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সন্ধি বা চুক্তিপত্র এবং প্রাসঙ্গিক কিছু চিঠিপত্র মারফৎ সুবে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন শাসকদের শাসনক্ষমতাহীন মুর্শিদাবাদের নবাবে পরিণতির কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এই বীথিকায়।

ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রটি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে আমূল-ভাবে পরিবর্তিত হয়। এই বীথিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে পরিবর্তনের সেই বিরাট কাহিনীর কয়েকটিমাত্র আখ্যানঃ অযোধ্যার নবাবগণের ভাগ্য

2 Considering the weighty Charge of Government and how essential it is for me and for the Welfare of the Country and for the Company's Business that I should have a Person who has had Experience therein to advise and assist me, I do agree to have one fixed with me at the Recommendation of the Governor and Council in the Station of Naib Subah who shall accordingly have immediately under me the chief Management of all Affairs — And as Mahomed Reza Cawn the Naib of Dacca has in every Respect my Approbation and that of the Governor and Council I do further agree that this Trust shall be conferred on him and I will not displace him without the Acquiescence of those Gentlemen. And in Case any Alteration

নবাব নাজম্‌উদ্দৌলার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
সন্ধিপত্রের কিয়দংশ

বিপর্যয়ের ইতিকথা, ইংরাজদের বিরুদ্ধে মহীশূর-অধিপতি হায়দর-আলী ও টিপুসুলতানের সংগ্রামী ইতিহাস, মারাঠা রাজ্যপঞ্চকের লুপ্ত-গৌরবের কাহিনী। অযোধ্যা বিষয়ক নিম্নলিখিত নথিপত্র দর্শকগণ এই বীথিকায় দেখিতে পাইবেনঃ এলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ হস্তান্তর প্রসঙ্গে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সম্পাদিত ইংরাজদের সন্ধিপত্র (তাং ১৭৭৩ খ্রীঃ), আসফ্উদ্দৌলা, সাদাত আলীখান, গাজীউদ্দিন হায়দর প্রমুখ অযোধ্যার নবাবগণের সহিত সম্পাদিত সন্ধিপত্রাদি। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের পর টিপুসুলতানের সহিত ইংরাজদের সন্ধি-পত্র (তাং ১৭৮৪ খ্রীঃ) ও টিপুকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে হায়দ্রা-বাদের নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সম্পাদিত ইংরাজদের চুক্তিপত্রটি (তাং ১৭৯০ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক বিষয়ক নথি-পত্রাদির মধ্যে লর্ড ওয়েলেস্লীকে লিখিত জন ম্যাল্কমের পত্র (তাং ৬।২।১৮০৪ খ্রীঃ), সিন্ধিয়া-দরবারে ইংরাজ রেসিডেণ্ট মার্সার কর্তৃক লর্ড লেককে লিখিত পত্র (তাং ১৪।১২।১৮০৫ খ্রীঃ), পিণ্ডারীদের সম্বন্ধে লর্ড ময়রা লিখিত 'মিনিট' বা সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী (তাং ৩।৪।১৮১৪ খ্রীঃ) এবং দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত ইংরাজদের সন্ধি-পত্র (৫।২।১৮১৭ খ্রীঃ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছলে-বলে-কৌশলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রচণ্ড উৎসাহের জন্য লর্ড ওয়েলেস্লী ইতিহাসে সুবিদিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সম্পাদিত তাঞ্জোর-রাজ সরভোজীর সন্ধিপত্র (তাং ১৭৯৯ খ্রীঃ), কর্ণাটকের নবাব ওয়ালা-জার সন্ধিপত্র (তাং ১৮০১ খ্রীঃ) এবং ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা বলরাম বর্মার সন্ধিপত্র (তাং ১৮০৫ খ্রীঃ) ওয়েলেস্লীর রাজ্যলোলুপ-আগ্রাসী রূপটিই প্রকটিত করিতেছে। প্রধানতঃ ঐ সন্ধিপত্রগুলির জন্য উক্ত নরপতিবৃন্দ শাসনক্ষমতাহীন বৃত্তিভোগী নামসর্বস্ব নৃপতিতে পরিণত হন। তিনটি সন্ধিপত্রই এই বীথিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়াল সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।

মুঘল যুগের শেষ পর্যায়ের বিপর্যস্ত স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যধর্মী নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলনের কৃতিত্ব প্রধানতঃ ইংরাজদের প্রাপ্য এবং এই প্রসঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস,

স্যার জন শোর, লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রমুখ গবর্ণর জেনারেলদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। উল্লিখিত গবর্ণর জেনারেলদের প্রশাসন সংস্কারের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি নথি এই বীথিকায় প্রদর্শিত আছে। চট্টগ্রামের ইংরাজ কালেক্টর জন রীডের নিকট লিখিত ওয়ারেন হেস্টিংস ও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণের স্বাক্ষরিত পত্রটি (তাং ২৯।১২।১৭৭৩ খ্রীঃ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রটিতে মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত পরিচালনার বিধানাবলী ও বিচার সম্বন্ধীয় কয়েকটি আইনের প্রতিলিপি প্রেরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরের ব্যাপারে ও উক্ত আদালতের বিচারক নিয়োগ বিষয়ে নবাব নাজিমকে লিখিত ওয়ারেন হেস্টিংসের পত্রটিও (তাং ৭।৬।১৭৭৪ খ্রীঃ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রশাসনকালের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত কয়েকটি নথি (পাঁচশালা, দশশালা ও অধিকতর দীর্ঘমেয়াদী জমি বন্দোবস্তী প্রসঙ্গে), কর্ণওয়ালিসের প্রশাসনিক কালের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বিষয়ে নথিটি (তাং ১৯।৯।১৭৯২ খ্রীঃ) এবং জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মুদ্রিত ঘোষণাপত্রটি (২২।৩।১৭৯৩ খ্রীঃ) নথিপত্র বীথিকায় অবশ্য-দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত ভূমি-রাজস্ব, মুদ্রানীতি, বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসন-সংস্কার সংক্রান্ত আরও অনেক মূল্যবান নথিপত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংরক্ষিত আছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতীয় অভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রদর্শিত নথিপত্রের মধ্যে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং লিখিত কার্য বিবরণীটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নথিটিতে বহরমপুরস্থিত উনিশ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সিপাহীদের প্রকাশ্য বিদ্রোহ (তাং ২৬।২।১৮৫৭ খ্রীঃ) এবং সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের এইটিই সর্বপ্রথম ঘটনা। ইংরাজগণ কর্তৃক সিপাহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর পুনরুদ্ধার সম্বন্ধীয় কয়েকটি নথিও এই বীথিকায় প্রদর্শিত আছে। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় মহারাণীর
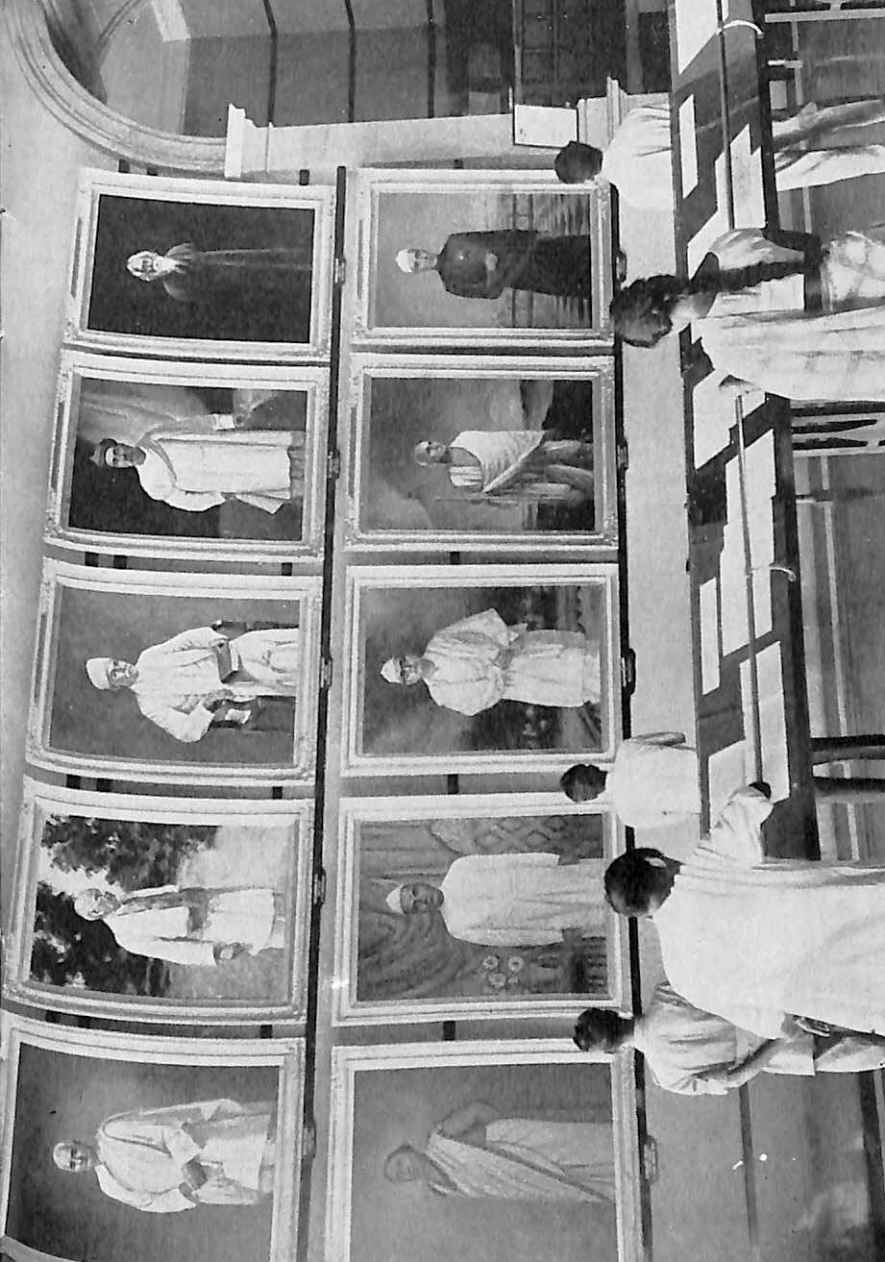
অনুমত্যনুসারে প্রচারিত গবর্ণর জেনারেলের ঘোষণাটিও এই বীথিকায় রহিয়াছে।

জাতীয় নেতৃকক্ষ

বিগত দুই শতকে যে সব ভারত-সন্তান ভারতীয় সমাজদেহের দুষ্ট-ক্ষতগুলি দূর করিতে প্রাণপাত প্রয়াস করিয়াছিলেন, জগত সমক্ষে ভারত-আত্মার শাশ্বত রূপটি মূর্ত করিয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, পরাধীনতা হইতে মুক্তি অর্জনে নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সব মনীষীর স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই বীথিটি উৎসর্গীত। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, মদন মোহন মালব্য, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখের প্রতিকৃতি দর্শকগণ এই কক্ষে দেখিতে পাইবেন। উক্ত মনীষীদের দ্বারা লিখিত অনেকগুলি চিঠিপত্রের প্রতিলিপিও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইগুলি পাঠ করিয়া দর্শকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক কাহিনী জানিতে পারিবেন। সিপাহী বিদ্রোহখ্যাত তাঁতিয়া তোপীর আচকান ও কেশগুচ্ছ এই কক্ষে অন্যতম দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা-কক্ষ

সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর নামের তিনটি গ্রামকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট ছোট জনবসতিই কালক্রমে কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে। বিগত তিন শতকের বিবর্তনের কাহিনীই বিধৃত হইয়াছে কলিকাতা-কক্ষের প্রদর্শগুলির মারফৎ। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে অঙ্কিত কয়েকটি তৈলচিত্র এবং অজস্র মুদ্রিত চিত্র দর্শকদের এতদ্‌-সংক্রান্ত কৌতূহল নিরসন করিবে। ডানিয়েলদের অঙ্কিত তৈলচিত্র ও মুদ্রিত চিত্রাবলীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের কলিকাতার রূপটি বিধৃত রহিয়াছে। উইলিয়াম হিকি কৃত 'স্কেচেস্‌ অফ্‌ ক্যালকাটাঃ ১৭৮৯ খৃীঃ' এবং উইলিয়াম বেইলী কৃত 'ভিউজ অফ্‌ ক্যালকাটাঃ ১৭৯৪ খৃীঃ' চিত্রাবলীতেও অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পরিচয়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তাক্ষরঃ বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রসঙ্গে
শাস্ত্রোক্তি সংগ্রহ

উত্তর-পশ্চিম ঝুলবারান্দা

জলরঙে অঙ্কিত স্যামুয়েল ডেভিসের উনত্রিশটি চিত্র এইস্থানে প্রদর্শিত আছে। ইহাদের মধ্যে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত বটবৃক্ষের চিত্রটি দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিবে। এতদ্ব্যতীত উধুয়ানালা সেতু, মুঙ্গের, চুনারগড় ও বারাণসী দুর্গের চিত্রাবলী দর্শকগণকে বহু ঐতিহাসিক কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

অলিন্দ কক্ষ (উঃ পঃ এবং উঃ পূঃ)

জেম্‌স্‌ ফ্রেজার এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট হোয়াইট কৃত দুই প্রস্থ হিমালয়ের দৃশ্যাবলী ও অন্যান্য কিছু মুদ্রিত চিত্র দর্শকগণ উঃ পশ্চিম অলিন্দ কক্ষে দেখিতে পাইবেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য-তরীর অনেকগুলি মুদ্রিত চিত্র উত্তর-পূর্ব অলিন্দ কক্ষের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চুঁচুড়ার গঙ্গাতীর, নদীয়ার বড় মস্‌জিদ, গৌড়ের চামকাট্টি মস্‌জিদ, বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং ঢাকার চিত্রাবলী এই কক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উত্তর-পূর্ব ঝুলবারান্দা

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি নগরের নানা ঘটনা ও অট্টালিকাদির চিত্র এই স্থানে প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহাদের কয়েকটি ক্যাপ্টেন গ্রীন কৃত চিত্রের লিথোগ্রাফ, অপর কয়েকটি লেঃ মিচাম কৃত রঙ্গীন লিথো-চিত্র।

উদ্যানস্থ প্রতিমূর্তি

উত্তর প্রান্তের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেই জর্জ ফ্রাম্‌টন কৃত রাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জমূর্তিটি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলে প্রথমে মর্মর তোরণের উপরে অশ্বারূঢ় সপ্তম এডওয়ার্ডের মূর্তিটি এবং পরে মূল ভবনের সন্নিকটে লর্ড কার্জনের মূর্তিটি দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন। এডওয়ার্ড ও কার্জনের মূর্তির ভাস্কর হইতেছেন যথাক্রমে বার্ট্রাম্‌ ম্যাকেন্নাল ও এফ্‌. ড্যবলু. পোমেরয়। উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের

আয়তাকার পুষ্করণীর পশ্চিম তটে রহিয়াছে রিচার্ড ওয়েস্ট্‌ম্যাক্‌ট্‌ কৃত উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের মূর্তি। ১৮২৮-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন এবং সতীদাহ নিবারক আইনটি তিনিই প্রবর্তন করেন। মূর্তিটির পাদপীঠে ক্ষোদিত সতীদাহ বিষয়ক দৃশ্যটি হিন্দু সমাজের মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুর প্রথাটির অপসারণে বেণ্টিঙ্কের অবদানের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দক্ষিণ-পূর্বের অনুরূপ জলাশয়ের তীরে স্থাপিত হইয়াছে প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তি। তিনি ছিলেন মার্টিন-কোম্পানীর প্রাণপুরুষ ও কর্ণধার। ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে, এই স্মারক সৌধ নির্ম্মাণের দায়িত্ব উক্ত সংস্থার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। উদ্যানের পশ্চিম অঞ্চলের বৃত্তাকার ক্ষুদ্র জলাশয়টির তীরে রহিয়াছে ভারতহিতৈষী লর্ড রিপণের মূর্তি এবং পূর্বাংশের অনুরূপ জলাশয়ের তীরে স্থাপিত হইয়াছে এনড্রু ফ্রেজারের মূর্তি। উদ্যানের উত্তর-পূর্ব ভাগে দর্শকগণ জেনারেল আউটরামের অশ্বারূঢ় মূর্তিটি দেখিতে পাইবেন। জে. এইচ. ফলি কৃত এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি শিল্পরসিক মহলে প্রতিমূর্তি ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে পরিগণিত হয়।

প্রথম তল

দ্বিতীয় তল